৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে জালিয়াতি

শিক্ষার্থী আর অভিভাবকমহলের এক বড় দুর্ভাবনার বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কড়াকড়ি। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় সন্তোষজনক সাফল্যের পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ঝাড়াই-বাছাই প্রক্রিয়ায় অনেক মেধাবীকেও ছিটকে পড়তে হয়। বিষয়টি অনেকের জন্যেই মর্মপীড়ার কারণ হলেও নিয়মকে সম্মান জানাতে গিয়ে সকলেই এ কড়াকড়িকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, তারা উচিত কাজই করেছেন। অন্তত আমরা এতকাল তাই মনে করে আসছিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে এতেও কিছু ফাঁক রয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকে সম্মান জানিয়ে অনেক প্রার্থী যখন নীরবে সরে যাচ্ছে তখন এক শ্রেণীর জালিয়াত কড়াকড়ির বজ্র আটুনিতে ফস্কাগেরো আবিষ্কার করে অবলীলায় অন্যায়ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ করে নিচ্ছে। এতে এক সঙ্গে অন্তত তিনটি অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এক, অনধিকার প্রবেশ। যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাঁই পাওয়ার কথা ছিল না, সে ঠাঁই পেয়ে যাচ্ছে; দুই, এর ফলে সমসংখ্যক বৈধ প্রার্থী ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তিন, এ প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন প্রহসনে পরিণতি পাচ্ছে। ক্ষুণ্ন হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের মর্যাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়ার এ জালিয়াতিকে তাই খাটো করে দেখার উপায় নেই।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, কিছু দিন আগে মার্কেটিং বিভাগের বারো জন শিক্ষার্থীর ভর্তিতে জালিয়াতি ধরা পড়ে। কর্তৃপক্ষ তাদের জবাবদিহির জন্যে ডাকালেও ওরা কেউ হাজির হননি। সংশ্লিষ্ট ভর্তি বাতিল ঘোষণা করে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়। এই তদন্ত প্রক্রিয়াতেই আরও একচল্লিশ জন শিক্ষার্থীর ভর্তিতে অনিয়ম ধরা পড়েছে। সোজা কথায় এই একচল্লিশটি ভর্তির ক্ষেত্রেও জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এখন তদন্তের মাধ্যমে সত্যাসত্য যাচাই এবং দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হবে বলে জানা গেছে। খবরে বলা হয়েছে, দুজন শিক্ষক এবং কয়েকজন কর্মকর্তা এর সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অভিযোগটিকে আমরা খুবই গুরুতর বিবেচনা করি। এ বিষয়ের দ্রুত এবং চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়া আবশ্যক।

যারা ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে তারা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। জবাবদিহিতে হাজিরা না দেয়ার পর ভর্তি বাতিল করাতেও এক ধরনের শাস্তি হয়ে গেছে। কিন্তু এতেই সব মিটে গেছে বলে আমরা মনে করি না। এ অন্যায় আচরণ দ্বারা তারা অন্য শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যে অবিচার করেছে, জাতীয় সম্পদ ও সুযোগের যে অপচয় ঘটিয়েছে তারও যোগ্য প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। গরহাজিরা বা কেটে পড়াই যদি উপযুক্ত শাস্তি এড়ানোর জন্যে পর্যাপ্ত মনে করা হয়, দেশে আইনের শাসনের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ প্রতিষ্ঠা পাবে। আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে হলেও ওদের হাজির করা আবশ্যিক।

ওদের হাজির করা আবশ্যিক এ জন্যেও যে এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিচয়ধারীদের সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হলেও এদের প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীরা জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি হয়ে অবশ্যই অপরাধ করেছে। তবে এক বা একাধিক শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের জালিয়াতি সম্ভব হওয়ার নয়। ফলে, এদেরই মূল অপরাধী গণ্য করতে হবে। এই পর্যায়ের কোন অপরাধীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অধিকার থাকতে পারে না। ফলে, নেহাত চিহ্নিত করা নয়, কঠোরতম দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করাই চালু তদন্তের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি হয়ে এবং করিয়ে যাদের বঞ্চিত করা হয়েছে ন্যায্য সুযোগ থেকে তাদের ক্ষতি পূরণের কোন উপায় এখন আর নেই। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের বঞ্চনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে।